



# কুরআনি গাইডলাইন



প্রচারে

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ  
বাড়ি: ৭৪, রোড: ১৪, সেক্টর: ১১, উত্তরা, ঢাকা।



কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কুরবানী ইসলামের অন্যতম শিআর তথা মৌলিক নির্দশন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذِلِكَ سَخْرَنَاهَا  
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(কুরবানীর) উট (ও অন্যান্য পশু) কে তোমাদের জন্য আল্লাহর ‘শাআইর’ (নির্দশনাবলি)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং যখন তা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকে, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নাও। তারপর যখন (জবাই হয়ে যাওয়ার পর) তা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার গোশত হতে নিজেরাও খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও, এবং তাকেও, যে নিজ অভাব প্রকাশ করে। এভাবেই আমি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

[সূরা হজ: ৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

فُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذِلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ  
الْمُسْلِمِينَ

আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক



# ভূমিকা

‘‘

নেই। আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের একজন।

[সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩]

কুরবানী এমন একটি ইবাদত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর যখন থেকে কুরবানী করা শুরু করেন, তারপর থেকে আর কখনো বাদ দেননি। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দশ বছরের প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।

[জামে তিরমিয়ী: ১৫০৭]

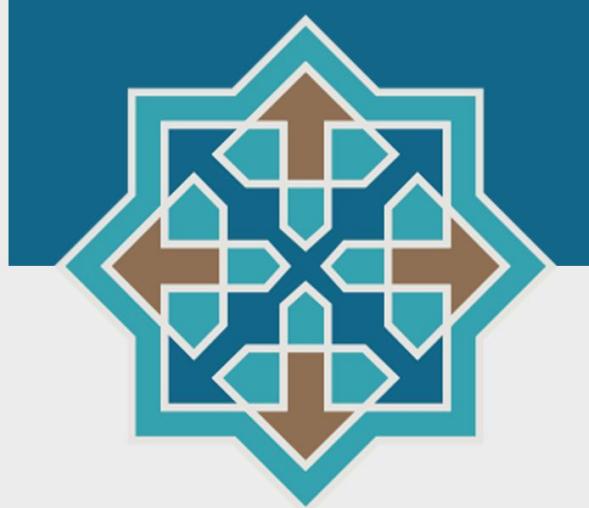
যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের অনেক ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে আছে। যিলহজ্জের নবম তারিখের রোয়ার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

[সহীহ মুসলিম: ১১৬২]

কিন্তু যিলহজের দশম তারিখ বা ইয়াওমুন নাহর সম্পর্কে বলা হয়েছে- এই দিনটিতে কুরবানী করার চেয়ে উত্তম আমল আর নেই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরবানীর দিনের আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হল পশু কুরবানী করা। কিয়ামতের দিন এই কুরবানীর পশুকে তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী কর।

[জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৩]



ମାମଆଲା

যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্যে  
দুটি জিনিস অবশ্যই প্রয়োজন

১

ইখলাস ও নিয়ত

২

শরীয়াহ সম্মত হওয়া

## এক. ইখলাস ও নিয়ত

ইখলাস মানে একমাত্র আল্লাহর জন্যে করা। লোক দেখানোর জন্যে না করা। কুরবানীর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ এখানে মানুষকে দেখানোর প্রতিযোগিতা বেশি। তাছাড়া এই ইবাদতের সারকথা পশ্চিম আল্লাহর নামে, কেবল আল্লাহর জন্যে জবাই করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَن يُنالَ اللَّهُ لَحْوَهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكِنْ يُنالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

কুরবানীর গোস্ত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তাঁর কাছে পৌঁছে কেবল তোমাদের তাকওয়া।

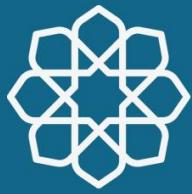
[সূরা হজ: ৩৭]

## দুই. শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হওয়া

শরীয়ত যেভাবে বলেছে সেভাবে আদায় করা। শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক মাসআলা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

এ গাইডলাইনে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান এবং মাসায়েল সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এবং কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হবে। এর বাইরে কোন প্রশ্ন থাকলে বা সমস্যা হলে মুফতি সাহেবদের শরণাপন্ন হোন।





## କୁରବାନୀ ଏକଟି ଓଡ଼୍ୟାଜିଟ ଇତ୍ତାଦି

ନିସାବ ପରିମାଣ ସମ୍ପଦେର ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତ-ବସ୍ତ୍ର ନାରୀ-ପୁରୁଷେର ଉପର କୁରବାନୀ କରା ଓ ଯାଜିବ । ନିମ୍ନେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କରେକଟି ଦଲିଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଲା:

୧. ନବୀଜି ସାନ୍ନାନ୍ତାଙ୍କ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁରବାନୀ କରାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଖେ କିନ୍ତୁ କୁରବାନୀ କରେ ନା ମେ ଯେନ ଆମାଦେର ଈଦଗାହେ ନା ଆସେ । [ମୁସତାଦରାକେ ହାକିମ: ୭୫୬୫]

୨. ଜୁନଦୁବ ଇବନୁ ସୁଫଯାନ ବଲେନ, ଏକବାର କିଛୁ ଲୋକ ଈଦେର ସାଲାତେର ଆଗେଇ କୁରବାନୀ କରେ ଫେଲେ । ନବୀଜି ସାନ୍ନାନ୍ତାଙ୍କ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଲାତେର ଆଗେ କୁରବାନୀ କରେଛେ ମେ ଯେନ ଆରେକଟି କୁରବାନୀ କରେ । [ସହିହ ବୁଖାରୀ: ୫୫୦୦]

ଆନ୍ତାମା ଇବନୁ ତାଇମିଯା ରହ. ବଲେନ, କୁରବାନୀ କରା ସ୍ପଷ୍ଟତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାରା ଓୟାଜିବ ବଲେନ ନା ତାଦେର ପକ୍ଷେ କୋରାଆନ ହାଦୀସେର ସ୍ପଷ୍ଟ କୋନ ନସ (ଦଲିଲ) ନେଇ । [ମାଜମୂଲ ଫାତାଓୟା: ୨୩/୧୬୩]



କାହା ଉପର  
କୁରବାନୀ କରି  
ଓୟାଜିବ?

କୁରବାନୀର ଆଗ୍ରହ ସବ ମୁସଲିମେର ଅନ୍ତରେଇ ଆଛେ ଏବଂ ଥାକା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସବାର ଉପର ତା ଓୟାଜିବ ନୟ । ଯାରା ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିସାବ ପରିମାଣ ସମ୍ପଦେର ମାଲିକ କେବଳ ତାଦେର ଉପର କୁରବାନୀ କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟଦେର ଉପର ଆବଶ୍ୟକ ନୟ । ତବେ ନଫଲ ହିସେବେ ଯେ କେଉଁ କୁରବାନୀ କରତେ ପାରେନ ।

କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ-ଅତିରିକ୍ତ ନିସାବ ପରିମାଣ ସମ୍ପଦେର ମାଲିକ ହଲେ କୁରବାନୀ କରା ଓୟାଜିବ । ଟାକା-ପଯ୍ସା, ସୋନା-ରୂପା, ଅଲକ୍ଷାର, ବର୍ତମାନେ ବସବାସ ଓ ଖୋରାକିର ପ୍ରୟୋଜନେ ଆସେ ନା ଏମନ ଜମି, ପ୍ରୟୋଜନ ଅତିରିକ୍ତ ବାଡ଼ି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପଣ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆସବାବପତ୍ର କୁରବାନୀର ନିସାବେର କ୍ଷେତ୍ରେ ହିସାବଯୋଗ୍ୟ । ସାଦାକାତୁଲ ଫିତରେର ନିସାବେର ହିସେବ ଯେଭାବେ କରା ହୁଏ କୁରବାନୀର ନିସାବେର ହିସେବଓ ସେଭାବେଇ କରତେ ହବେ ।



## কুরবানীর নিসাব

### নিসাব



**স্বর্ণের** নিসাব অর্থাৎ  
যার কাছে শুধু স্বর্ণ  
আছে সাড়ে সাত ভরি  
(তোলা) = ৮৭.৪৮ গ্রাম  
বা তার চেয়ে বেশি।

টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর  
**ক্ষেত্রে** নিসাব হল সাড়ে  
বায়ান তোলা রূপার মূল্যের  
সমপরিমাণ হওয়া।

#### রূপার ক্ষেত্রে

সাড়ে বায়ান ভরি (তোলা) = ৬১২.৩৬ গ্রাম  
বা তার চেয়ে বেশি।

আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে  
নিসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান  
তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলেও তার উপর কুরবানী করা  
ওয়াজিব। যেমন কাঠো কাছে কিছু স্বর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমা টাকা আছে,  
যা সর্বমোট সাড়ে বায়ান তোলা রূপার মূল্যের সমান হয় তাহলে তার উপরও  
কুরবানী ওয়াজিব।

যেমন ধরুন সাড়ে বায়ান ভরি রূপার মূল্য প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। আপনি যদি  
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৪৫ হাজার টাকা বা তার বেশি সম্পদের মালিক হন তাহলে  
আপনার উপর কুরবানী আবশ্যিক হয়ে যাবে।

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. যাকাতের নিসাব এবং কুরবানীর নিসাবের পার্থক্য

যাকাত এবং কুরবানীর নিসাবের পরিমাণ একই। তবে যাকাত ফরয হয় সাধারণত টাকা-পয়সা, স্বর্ণ, রূপা ও ব্যবসায়িক পণ্য এই চার প্রকারের সম্পদে এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তা আদায় করা ফরয হয়। কিন্তু কুরবানির নিসাবে প্রয়োজন অতিরিক্ত সব ধরণের সম্পদই হিসাবযোগ্য এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়। বরং কুরবানীর তিন দিন থাকলে এমনকি ফিলহজ মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের কিছু আগে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও কুরবানী ওয়াজিব হবে।

[বাদায়েউস সানায়ে, ৪/১৯৬]

### ২. এক পরিবারের একাধিক ব্যক্তি উপযুক্ত থাকলে

একান্নভুক্ত পরিবারে একাধিক ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাদের প্রত্যেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব। তাদের প্রত্যেককেই কুরবানী করতে হবে। একটি কুরবানী সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না। প্রত্যেকে একটি ছাগল বা গরুর সাত ভাগের একভাগ দিয়ে কুরবানী করলেই হয়ে যাবে।

[শরহু মাআনিল আসার: ৬২৩০]

### ৩. নাবালেগ শিশুর কুরবানী

নাবালেগ শিশু-কিশোর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে নফল কুরবানী করতে পারবেন।

[বাদায়েউস সানায়ে, ৪/১৯৬]



## ৪. পাগলের কুরবানী

যে ব্যক্তি পাগল বা সুস্থমস্তিষ্ঠান নয়, নিসাবের মালিক হলেও তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তার পক্ষেও নফল কুরবানী করতে পারবেন।

[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬]

## ৫. মুসাফিরের কুরবানী

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৫]

## ৬. কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে

কুরবানীর সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিকে মুকীম ছিল অতপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানী না দিলে গুনাহগার হবে না।

[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬]

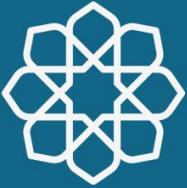
## ৭. ঝণ করে কুরবানী করা

কেউ যদি ঝণ করে কুরবানী করে তাহলে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সুদের উপর ঝণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না।

## ৮. বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্রে আদায় করা

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তি নিজ দেশে বা অন্য যে কোনো স্থানে কুরবানী করতে পারবে।





## একটি বিশেষ আমল

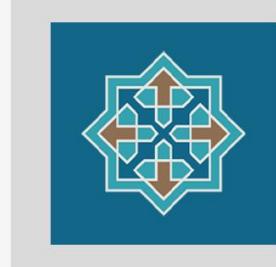
যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত করবে সে যিলহজ মাস শুরু হওয়ার আগেই চুল, নখ এবং সব অবাঞ্ছিত পশম কেটে ফেলবে। এরপর ১ যিলহজ থেকে ১০ যিলহজ পশ্চ কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল, নখ এবং শরীরের কোন পশম কাটবে না। এটি একটি মুস্তাহাব আমল। কোন ব্যক্তি যদি যিলহজ মাস শুরু হওয়ার আগে চুল, নখ কাটতে না পারে তাহলে সে কেটে ফেলবে। নতুবা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, যা সুন্নাহ পরিপন্থী।

উম্মু সালামা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন যিলহজের প্রথম দিন থেকে নখ ও চুল না কাটে।

[সহীহ মুসলিম: ১৯৭৭]

যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না সেও এই আমল করবে। এই আমলের ফয়েলতের বিষয়ে একটি হাদীস আছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে কুরবানীর দিবসে ঈদ (পালনের) আদেশ করা হয়েছে, যা আল্লাহ এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে যদি শুধু পুত্রের দেয়া একটি দুধের পশ্চ থাকে, আমি কি তা-ই কুরবানী করব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তবে তুমি চুল, নখ ও মোচ কাটবে এবং নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর দরবারে তোমার পূর্ণ কুরবানী বলে গণ্য হবে।

[সুনানে আবু দাউদ: ২৭৮৯]



## অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী

### ১. মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয়। মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। মূলত এটি ইসালে সাওয়াব। এতে এক বা একাধিক মৃত ব্যক্তির নিয়তও করতে পারবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করে দিতে হবে। [মুসনাদে আহমদ: ৮৪৩, রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৬]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেভাবে হজ করা জায়েয়, তদ্রপ তার পক্ষ থেকে কুরবানী করাও জায়েয়। [মাজমূউল ফাতাওয়া: ২৬/৩০৬]

### ২. জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানী

যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়েয় তদ্রপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ইসালে সাওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়েয়। এ কুরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৬]

### ৩. অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী

অন্যের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে সেই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে প্রচলনের কারণে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১১]

### ৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী

সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিআল্লাহু আন্হকে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অসিয়ত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন। [সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯০; জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৫]



## শরীকানা কুরবানী

কুরবানী একাকী করা যায় আবার একাধিক ব্যক্তি মিলেও করা যায়। ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি পশু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোটাই সহীহ হবে না। [শরভ মাআনিল আসার: ৬২৩০]

উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। [সহীহ মুসলিম: ১৩১৮, মুয়াত্তা মালেক: ৩১৩২, শরভ মাআনিল আসার: ৬২৩১-৬২৩৪, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭-২০৮ ]

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. সাত শরীকের কুরবানী

সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭]

উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয়। [সহীহ মুসলিম: ১৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭]

### ২. ভুল নিয়ত বা হারাম টাকার মিশ্রণ ঘটলে

শরীকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কার সাথে আপনি শরীকানা কুরবানী দিবেন। এ ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়।

- হালাল অর্থ দ্বারা কুরবানী করা জরুরী। কোন শরীক যদি কুরবানীর মূল্য হারাম টাকা দ্বারা পরিশোধ করে তবে তার কুরবানী সহীহ হবে না এবং জেনেশনে এমন কাউকে শরীক বানানো যাবে না।
- প্রত্যেক শরীকের কুরবানী/আকীকা ইত্যাদি ইবাদতের নিয়ত থাকতে হবে। যদি কেউ শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে শরীক হয় তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না।

তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৮, ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৪৯]

### ৩. কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে

কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয় হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তার স্তলে অন্যকে শরীক করা যাবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৯, আদ্দুররূল মুখ্তার: ৬/৩২৬]

### ৪. পশু কিনার পর শরীক করতে চাইলে

কোন ধনী ব্যক্তি (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব) যদি গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয়। তবে এতে কাউকে শরীক না করে একা কুরবানী করাই উত্তম। শরীক করলে সে টাকা সাদাকা করে দেয়া উত্তম। উল্লেখ্য, কুরবানীর পশুতে কাউকে শরীক করতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিবে। [ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১০]

### ৫. শরীকানা কুরবানীর গোশত বণ্টন

শরীকানা কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয় নয়। [আদ্দুররূল মুখ্তার: ৬/৩১৭, ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৫১]





## কুরবানী পশ্চ

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয়। এসব গৃহপালিত পশ্চ ছাড়া অন্যান্য পশ্চ যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয় নয়। তদ্বপ হাঁস-মুরগি বা কোনো পাখি দ্বারাও কুরবানী জায়েয় নয়। [ফাতাওয়া  
খানিয়া: ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫]

### পশ্চ বয়স

উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মত মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয় হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫-২০৬]

### পশ্চ বয়সের ব্যাপারে বিক্রিতার কথা

যদি বিক্রিতা কুরবানীর পশ্চ বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে জানায় আর পশ্চ শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয়, তাহলে বিক্রিতার কথার উপর নির্ভর করে পশ্চ কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে। [আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী শফী রাহ.,  
পৃষ্ঠা: ৫]

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. নর ও মাদা পশ্চ কুরবানী

যেসব পশ্চ কুরবানী করা জায়েয় সেগুলোর নর-মাদা দুটোই কুরবানী করা যায়।  
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫]

### ২. কেমন পশ্চ দিয়ে কুরবানী করা উত্তম

কুরবানীর ক্ষেত্রে এমন পশ্চ নির্বাচন করা উত্তম যা একটু হষ্টপুষ্ট। [মুসনাদে  
আহমদ: ২৫০৪৬, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩]

### ৩. গর্ভবতী পশুর কুরবানী

গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয়। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানী করা মাকরুহ। [ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৫০]

### ৪. বন্ধ্যা পশুর কুরবানী

বন্ধ্যা পশু কুরবানী করা জায়েয়। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৫]

### ৫. পাগল পশুর কুরবানী

পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয়। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে না, তাহলে সেটি কুরবানী করা জায়েয় হবে না। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৫২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬]

## দুইটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়

### • পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে

কুরবানীর নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয়, যে কারণে কুরবানী জায়েয় হয় না, তাহলে ওই পশু দ্বারা কুরবানী করা সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে কুরবানীদাতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬, রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৫]

### • কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে

কুরবানীর পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩১৯]





## যেমন পশ্চ দিয়ে কুরবানী হবে না

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুষ্প্রাণ্য পশ্চ যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি  
দ্বারা কুরবানী করা জায়েয় নয়। [ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে:  
৪/২০৫]

### সংশ্লিষ্ট মাসআলা

#### ১. কুরবানীর দিনগুলোতে হাঁস-মুরগি জবাই করা

কুরবানীর দিনগুলোতে হাঁস-মুরগি জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানীর নিয়তে  
করা যাবে না। [খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩১৪, আদুররূল মুখতার: ৬/৩১৩]

#### ২. রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী

এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না, তা দ্বারা  
কুরবানী করা জায়েয় নয়। [জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৭, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]

#### ৩. দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানী

যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে  
পারে না এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয় নয়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৫]

#### ৪. যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে

যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,  
সে পশুর কুরবানী জায়েয় নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা  
ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানী করা জায়েয়। [জামে  
তিরমিয়ী: ১৪৯৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৮০২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬]

#### ৫. কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানী

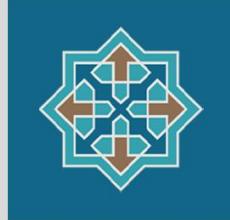
যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশু দ্বারা কুরবানী  
জায়েয় নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয়। তবে  
জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। [জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৮,  
কায়ীখান: ৩/৩৫২]

## ৬. অঙ্ক পশুর কুরবানী

যে পশুর দুটি চোখই অঙ্ক বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানী করা জায়েয় নয়। [জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৮, কায়ীখান: ৩/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]

## ৭. খোঁড়া পশুর কুরবানী

যে পশু তিনি পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন পশুর কুরবানী জায়েয় নয়। [জামে তিরমিয়ী: ১৪৯৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৮০২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]



কুরবানীর  
পশু থেকে  
উপর্যুক্ত হওয়া

কুরবানীর জন্যে পশু ক্রয় বা নির্দিষ্ট করলে তা কুরবানীর পশু হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এটা আর সাধারণ পশু থাকে না। অন্য কোন ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা যায় না।

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. কুরবানীর পশুর দুধ

কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। অবশ্য পশুকে যদি খাবার নিজে এনে খাওয়ায়, তাহলে এর দুধ সে খেতে পারবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৭৭, রান্দুল মুহতার: ৬/৩২৯, ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৫৪]

### ২. হালচাষ করা বা আরোহন করা

কুরবানীর পশু দিয়ে হালচাষ করা বা কুরবানীর পশুতে আরোহন করা জায়েয় নয়। কেউ করলে সে পরিমাণ ভাড়া সাদাকা করে দিতে হবে।





## কুরবানীর সময়সীমা

ফিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানীর সময়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৮]

### সংশ্লিষ্ট মাসআলা

#### ১. কোন দিন কুরবানী করা উত্তম

প্রথম দিন কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন।  
-[রদ্দুল মুহতার: ৬/৩১৬]

#### ২. প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে

ঈদের সালাতের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো কারণে যদি প্রথম দিন ঈদের সালাত না হয় তাহলে ঈদের সালাত আদায় পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানী করা জায়েয। [সহীহ বুখারী: ৫৫৪৬, সহীহ মুসলিম: ১৯৬১, কায়ীখান: ৩/৩৪৪]

#### ৩. কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে

কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশ্চ ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের সালাত পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশ্চ যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশ্চ জবাই করা যাবে। তেমনিভাবে কুরবানীদাতা এক দেশে, কুরবানীর পশ্চ ভিন্ন দেশে হলেও পশ্চ যেখানে আছে সেখানের সময় ও তারিখ অনুযায়ী কুরবানী করতে হবে। [আদুরুরুল মুখতার: ৬/৩১৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া: ১০/৮০]

#### ৪. রাতে কুরবানী করা

১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা যাবে। তবে রাতে আলোস্বল্পতার দরুণ জবাইয়ে অঞ্চল হতে পারে বিধায় রাতে জবাই না করাই ভালো। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে জবাই করতে কোনো অসুবিধা নেই। [আদুরুরুল মুখতার: ৬/৩২০]

## ৫. নির্ধারিত সময়ে কুরবানী করতে না পারলে

কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশ্চ ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশ্চ ক্রয় করে থাকে, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশ্চ জীবিত সাদকা করে দিবে। তবে যদি সে (সময়ের পরে) জবাই করে ফেলে তাহলে পুরো গোশত সাদাকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেল তা-ও সাদাকা করতে হবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০২, ২০৪, আদুরুরুল মুখতার: ৬/৩২০-৩২১]



## কুরবানীর পশ্চ জবাই

জবাই করতে পারে এবং জবাই সংশ্লিষ্ট মাসআলা জানে এমন যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কুরবানীর পশ্চ জবাই করতে পারবে। কুরবানীদাতা যদি জবাই করতে জানে তাহলে কুরবানীর পশ্চ নিজে জবাই করা উত্তম। তবে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২২-২২৩]

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. জবাইয়ের দুআ

জবাই করার সময় নিচের দুআটি পড়বে:

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنِّي صَلَّاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ

[সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯৫]

তবে শুধু বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেও জবাই শুন্দ হয়ে যাবে।



## ২. তাকবীর বলতে ভুলে গেলে

কেউ যদি কুরবানীর সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে ভুলে যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছাড়লে কুরবানী শুন্দ হবে না।

## ৩. জবাইয়ের সুন্নত তরীকা

জবাইকারী কিবলামুখী হয়ে জবাই করবে। পশুর মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে কিবলামুখী করে জবাই করবে। এভাবে জবাই করা সুন্নত। [সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯২]

## ৪. একাধিক ব্যক্তি মিলে জবাই করা

একাকী যেমন জবাই করা যায়, জবাইর সময় অন্য কারো সহযোগিতাও নেয়া যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সবাইকে জবাইয়ের আগে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩৩৪]

## ৫. নারীদের জবাই করা

কোন নারী যদি জবাই করতে সক্ষম হন তাহলে জবাই করতে কোন সমস্যা নেই।

## ৬. ছোট বাচ্চার জবাই

ইবনু আবাস রাদিআল্লাহু আন্হ বলেন, ছোট বড় পুরুষ বা মহিলা যেই জবাই করুক তা তোমরা খেতে পার। [আল ইসতিয়কার: ১৫/২৩৪]

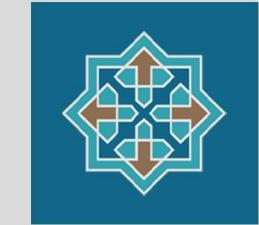
## ৭. পশুকে অতিরিক্ত কষ্ট না দেওয়া

পশু জবাই করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যত কম কষ্ট দিয়ে জবাই করা যায়। ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করবে যেন দ্রুত মারা যায়। আর যেসব কাজে পশুর কষ্ট বেশি হয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকবে। এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই করবে না। পশুর সামনে জবাইয়ের প্রস্তুতি নিবে না। শোয়ানোর পর ছুরি ধার দিবে না। জবাই করার পর পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার আগেই চামড়া খসাতে শুরু করবে না। জবাই সম্পন্ন হওয়ার পর শুধু শুধু পশুর গলায় খোঁচাখুঁচি করবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৩]

## ৮. জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

কুরবানীর পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়েয়। তবে কুরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া যাবে না। [কিফায়াতুল মুফতী: ৮/২৬৫]





## কুরবানীর পশুর গোশত

কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা উচ্চম। একভাগ গরীব-মিসকীনকে এবং আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও পাঢ়া-প্রতিবেশীকে দিবে। আর একভাগ নিজের জন্যে রেখে দিবে। অবশ্য পুরো গোশত নিজের জন্যে রেখে দেয়াও জায়েয় আছে। [মুআত্তা মুহাম্মাদ: ৬৩৫, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

### সংশ্লিষ্ট মাসআলা

#### ১. নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়া

কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। [সূরা হজ: ২৮, সহীহ মুসলিম: ১২১৮]

#### ২. কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা

ঈদের দিন সম্ভব হলে সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত। এই সুন্নত শুধু ১০ ফিলহজের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখ গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়। [আদুররুল মুখতার: ২/১৭৬]

#### ৩. কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেওয়া

কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয়। [ইলাউস সুনান: ৭/২৮৩, ফাতাওয়া ইন্ডিয়া: ৫/৩০০]

#### ৪. বিয়ে, অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কুরবানির গোশত খাওয়ানো যাবে?

কুরবানীর সময় যদি নিয়ত সঠিত থাকে অর্থাৎ কুরবানীর নিয়ত থাকে তাহলে সে গোশত বিয়ে, অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে। কিন্তু কুরবানীর সময়ই যদি বিয়ে, অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে খাওয়ানোর নিয়ত থাকে তাহলে কুরবানীই হবে না।

#### ৫. কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা

কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রাখা বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জায়েয়। তবে ব্যাপক অভাবের সময় এমনটি করা কাম্য নয়। [সহীহ মুসলিম: ১৯৭১, মুআত্তা মুহাম্মাদ: ৬৩৪, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

## ৬. জবাইকারীকে গোশত দেয়া

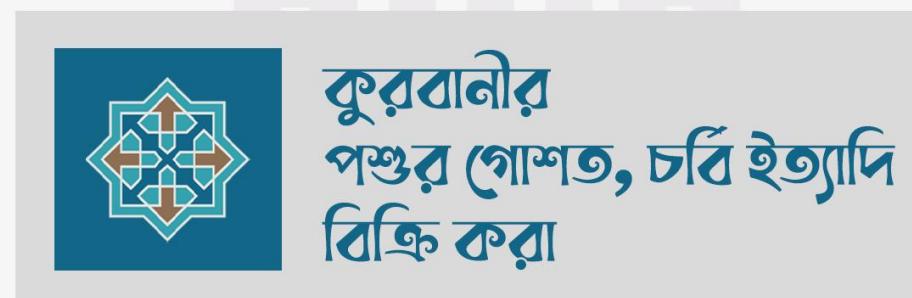
জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয় হবে না। অবশ্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসেবে গোশত বা তরকারী দেয়া যাবে। [আদুরুরুল মুখতার: ৬/৩২৮]

## ৭. কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো

কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয় নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে। [আহকামুল কুরআন, জাস্সাস: ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

## ৮. মানত ও অসিয়তের কুরবানীর গোশত

মানত এবং অসিয়তের কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যাবে না। পরিবারও খেতে পারবে না। পুরোটা গরীব মিসকিনকে দান করে দিতে হবে।



কুরবানীর  
পশুর গোশত, চর্বি ইত্যাদি  
বিক্রি করা

কুরবানীর পশুর গোশত, চর্বি, চামড়া ইত্যাদি নিজে ব্যবহার করা যাবে এবং অন্যকে দেয়াও যাবে। কিন্তু বিক্রি করা জায়েয় নয়। বিক্রি করলে প্রাপ্ত মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৫]

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### ১. কুরবানীর পশুর হাড় বিক্রি করা

সাদাকার নিয়ত ছাড়া কোনো কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু, এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয় নয়। করলে মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৫, কায়ীখান: ৩/৩৫৪]



## ২. কুরবানীর চামড়া বিক্রি করা

কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজে ব্যবহার করতে পারবে, অন্য কাউকে দিতেও পারবে। আর চামড়া বিক্রি করতে চাইলে মূল্য সাদাকা করে দেয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সাদাকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। নিয়ত যা-ই হোক, বিক্রিলক্ষ অর্থ পুরোটাই সাদাকা করে দেয়া জরুরি। [ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৫/৩০১, আদুরুরুল মুখতার: ৬/৩২৮]

## ৩. কসাইকে কুরবানীর চামড়া দেয়া

কসাইকে কুরবানীর চামড়া পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া যাবে না। তবে পারিশ্রমিক আলাদা দিয়ে চামড়া এমনি দিতে কোনো সমস্যা নেই।



## কুরবানীর পশ্চতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া

একটি কুরবানীর পশ্চতে আকীকা, হজের হাদির নিয়ত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। এ পশ্চ হেরেম এলাকায় জবাই করতে হবে। অন্যথায় হজের কুরবানী আদায় হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৯, আলমাবসূত সারাখসী: ৪/১৪৪]

## সংশ্লিষ্ট মাসআলা

### কুরবানীর পশ্চতে আকীকার অংশ

আকীকা ছাগল দিয়ে করা মুস্তাহব। যথাসময়ে পৃথকভাবে তা আদায় করে নেয়া উচিত। অবশ্য কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তেও শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ দিবে। আর শৈশবে আকীকা করা না হলে বড় হওয়ার পরও আকীকা করা যাবে। যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবা ও আকীকার গোশত খেতে পারবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/১২৬]

কুরবানীর পশ্চতে আকীকা সহীহ হওয়ার বিষয়ে বিখ্যাত তিনজন তাবেয়ীর স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, হ্যরত হাসান বাসরী, ইবনু সীরীন ও কাতাদা রাহিমাহমুল্লাহ এর। [দেখুন, মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা: ২৪২৬৭, ২৪২৬৮; মুসান্নাফু আবদির রায়ফাক: ৭৯৬৭]





# মমমাময়িক কিছু বিষয়

## ১. বিশেষ পরিস্থিতিতে কুরবানী

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি চলছে, প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ জীবন অতিবাহিত করছেন। এই বিশেষ মুহূর্তেও কুরবানী না করার সুযোগ নেই। কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, যা সামর্থ্যবানদের উপর আবশ্যিক। অসহায়দের সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তবে এর চেয়েও জরুরী হল, কুরবানী আদায় করা। উপরন্তু কুরবানী দ্বারাও অসহায়দের সহযোগিতা করা সম্ভব এবং তা হয়েও থাকে। অতএব যার উপর কুরবানী ওয়াজিব তাকে কুরবানী আদায় করতে হবে। এর সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দান সাদাকাও করবে। কিন্তু সাধারণ দান-সাদাকার অজুহাতে ওয়াজিব কুরবানী বাদ দেয়া যাবে না।

## ২. কুরবানীর টাকা দান করে দিলে কি কুরবানী আদায় হবে?

কুরবানীর টাকা দান করে দেয়ার কেনো সুযোগ নেই। এটি একটি ওয়াজিব এবং স্বতন্ত্র ইবাদত। এখানে পশ্চ জবাই করাটাই ইবাদত। পশ্চ জবাই না করে এর মূল্য দান করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।

## ৩. অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরবানী কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরবানী দিলেও কুরবানী আদায় হয়ে যাবে।

মুআসসাসা ইলমিয়াহ বাংলাদেশ একটি অরাজনৈতিক দ্বীনী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মানসম্মত রচনা-গবেষণা এবং আধুনিক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক ও উদার-নৈতিক শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে পৌছে দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সালাফে সালেহীনের আদর্শে উজ্জীবিত, কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যুগ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞ আলিমদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মুআসসাসা ইলমিয়াহ। ইসলামের যুগোপযোগী খেদমতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১৪৪২ হিজরী সনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমা আগ্রাসন ও নৈতিক অবক্ষয়ের এ গ্রান্তিলগ্নে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে মৌলিক দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে মুআসসাসা ইলমিয়াহর রয়েছে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা। যার উদ্দেশ্য ইলমে ওহাইর আলো থেকে দূরে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে ঈমানী চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

এছাড়া আরবী ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনা, হাদীস গ্রন্থসমূহের শাস্ত্রীয় মানসম্পন্ন টীকা-ভাষ্য, অনুবাদ প্রকাশ ও বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনী বই-পত্র তৈরির কাজ করছে মুআসসাসা ইলমিয়ার রচনা ও গবেষণা বিভাগ।

ইতিমধ্যে দাওয়াতি প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে অনলাইনে সহীহশুন্দভাবে কুরআন তিলাওয়াত প্রশিক্ষণ এবং দ্বীনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্স, লেকচার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন চলমান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [Facebook.com/MuassasallmiyahBD](https://Facebook.com/MuassasallmiyahBD)

অদূর ভবিষ্যতে অফলাইনেও দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ, যার মাঝে বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু-কিশোরদের আফটার স্কুল মাকতাব অন্যতম।

একাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের আন্তরিক দোয়া কাম্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবুল করুন। আমীন।



# পরিচিতি

মুআসসাসা ইলমিয়াহ বাংলাদেশ  
(ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান)



## MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়াহ বাংলাদেশ  
বাড়ি: ৭৪, রোড: ১৮, সেক্টর: ১১, উত্তরা, ঢাকা

মোবাইল: +880 18 7174 6798

ইমেইল: muassasailmiyahbd@gmail.com

ফেসবুক: Facebook.com/MuassasaIlmiyahBD

